গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ/০৬ জুন, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ।

এস.আর.ও. নং- ১৫৬-আইন/২০১৩/২৪৪৩/কাস্টমস|- Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর section 25A এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন বিধিমালা, ২০০২ এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা ঃ-

উপরি-উক্ত বিধিমালার -

(১) বিধি ২ এর দফা (ক) এর উপ-দফা (ঈ) বিলুপ্ত হইবে;

(২) বিধি ৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"৪। **পরিদর্শন সংস্থার নিয়োগের মেয়াদ**।- পরিদর্শন সংস্থার নিয়োগের মেয়াদ হইবে উহার নিয়োগের তারিখ হইতে অন্যূন ১ (এক) বৎসর এবং অনধিক ৩ (তিন) বৎসর :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, প্রয়োজনে, পরিদর্শন সংস্থার নিয়োগের মেয়াদ অনধিক ১ (এক) বৎসর বৃদ্ধি করিতে পারিবে।";

(৩) বিধি ৫ এর পরিবর্তে বিধি ৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"৫। **ব্লক গঠন**।- এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশে পরিদর্শন সংস্থা কর্তৃক পরিদর্শন প্রযোজ্য পণ্য আমদানীর ভিত্তিতে পরিশিষ্ট-১ মোতাবেক সমগ্র বিশ্ব পাঁচটি ব্লকে বিভক্ত হইবে।";

(৪) বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১২) এ উল্লিখিত "দুই কোটি" শব্দগুলির পরিবর্তে "তিন কোটি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৫) বিধি ৯ এর উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত "বাধ্যতামূলক" শব্দটির পরিবর্তে "ঐচ্ছিক" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৬) বিধি ১১ এর পরিবর্তে বিধি ১১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"১১। **পরিদর্শন সংস্থার কাজের পরিধি**।- সরকার কর্তৃক নিয়োজিত পরিদর্শন সংস্থা যে কোন ব্লকে কাজ করিতে পারিবেন।";

(৭) বিধি ১৫ এর পরিবর্তে বিধি ১৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"১৫। **প্রত্যয়নপত্র সংশোধন**।- পরিদর্শন সংস্থা ইস্যুকৃত কোন প্রত্যয়নপত্র সংশোধনের প্রয়োজন মনে করিলে উহা ইস্যু করিবার ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে এবং বিল অফ এন্ট্রি দাখিলের পূর্বে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক উহা সংশোধনক্রমে সংশোধিত প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে সংশোধিত প্রত্যয়নপত্রে 'সংশোধিত প্রত্যয়ন পত্র' শব্দগুলি এবং মূল প্রত্যয়নপত্রের নম্বর ও তারিখ উল্লেখ করিতে হইবে এবং তদমর্মে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবে।";

(৮) বিধি ১৮ এর পরিবর্তে বিধি ১৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"১৮। **আমদানিকারকের দায়িত্ব**।- প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন পদ্ধতিতে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকারকের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) ঋণপত্র (L/C) খুলিবার সময় যে পরিদর্শন সংস্থা কর্তৃক পরিদর্শন করাইতে ইচ্ছুক উহার নাম উল্লেখকরণ;

(খ) বোর্ড বা পরিদর্শন সংস্থার স্থানীয় অফিস বা এফবিসিসিআই এর সাথে যোগাযোগক্রমে প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশনের পদ্ধতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অবহিতকরণ; এবং

(গ) পরিদর্শন সংস্থা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র বিষয়ে কোন বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আইন, বিধিমালা, ইত্যাদি অনুসরণ।";

(৯) বিধি ১৯, দফা (ক)সহ, তে দুইবার উল্লিখিত "বাধ্যতামূলক প্রি-শিপমেন্ট" শব্দগুলির পরিবর্তে উভয়স্থানে "প্রি-শিপমেন্ট" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(১০) বিধি ২১ এর দফা (ঘ) বিলুপ্ত হইবে;

(১১) বিধি ৩২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ৩২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"৩২। **পরিদর্শন সংস্থার ফিস পরিশোধের পদ্ধতি ও ফিসের হার-** (১) সর্বশেষ প্রতিযোগিতামলক দরপত্র অনুযায়ী নিম্নরূপ টেবিলে উল্লিখিত হারে CIF মূল্যের উপর ব্লক ওয়ারী পিএসআই ফি পরিশোধ করিতে হইবে, যথা ঃ-

টেবিল

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	পিএসআই ফি এর শতকরা হার(সিআইএফ মল্যের উপর)
১।	ব্লক-এ	০.১০%
২।	ব্লক-বি	০.১৪৫%
৩।	ব্লক-সি	০.২৭৫%
৪।	ব্লক-ডি	০.৩৫০%
৫।	ব্লক-ই	০.৫৫০%

(২) আমদানিকারক পণ্য আমদানিকালে নিজ ব্যয়ে পরিদর্শন সংস্থার নিকট হইতে প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করিবেন।";

(১২) বিধি ৩৩ বিলুপ্ত হইবে; এবং

(১৩) বিধি ৩৪ বিলুপ্ত হইবে।

০২। এই প্রজ্ঞাপন ১৭ আষাঢ়, ১৪২০ বঙ্গাব্দ/১ জুলাই, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ গোলাম হোসেন)
সচিব।